প্রাক্কথন

কর্মসূত্রে অসমের কোকরাঝাড় কলেজে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে উত্তরবঙ্গের (পশ্চিমবঙ্গ) মেচদের সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ছিল। ভাষার রূপ বৈশিষ্ট্য বিষয়ে খুব বেশি জানা ছিল না। কোকরাঝাড়ে এসেই জানতে পারি পশ্চিমবঙ্গে যারা মেচ নামে পরিচিত, তারাই অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বোড়ো বা বোডো নামে পরিচিত। সে যাই হোক না কেন, কলেজে বাংলা পড়াতে পড়াতে বোড়ো ভাষা সাহিত্য আমাকে আকৃষ্ট ও অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। কোকরাঝাড় কলেজ পরিচালিত অ-বোড়োদের জন্য বোড়ো ভাষা শিক্ষাক্রমে ভর্তি হই। উত্তীর্ণ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি বাংলা ও বোড়ো ভাষার তুলনামূলক অধ্যয়ন করলে হয়তো আরো নূতন কিছু তথ্য বেরিয়ে আসবে। সেই অনুপ্রেরণাতে এই গবেষণাকর্মটির সূত্রপাত।

গবেষণা এবং পরিকল্পনায় প্রতিটি পদক্ষেপে পরামর্শ দিয়ে আমাকে দিক নির্দেশ করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও আমার পিএইচ.ডি. সন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ড. সুবোধকুমার যশ মহাশয়। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। গবেষণাপর্বে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক রামেশ্বর শ', অধ্যাপক পবিত্র সরকার, অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক প্রমুখ। বোড়ো ভাষার সঠিক উচ্চারণ নির্ণয়ে এবং প্রাসঙ্গিক নানা সমস্যা সমাধানে সহায়তা করেছেন বোড়ো ভাষা বিশেষজ্ঞ ড. প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য, ড. মধুরাম বড়ো, অধ্যাপক ফুকন বসুমাতারী, অধ্যাপিকা স্বর্ণপ্রভা চৈনারী, কোকরাঝাড় মহাবিদ্যালয়ের বোড়ো বিভাগের অধ্যাপক গোবিন্দ বড়ো, দীননাথ বসুমাতারী, কৃষ্ণগোপাল বসুমাতারী, লোকনাথ গয়ারি এবং রসায়ন বিভাগের অধ্যাপিকা ও বোড়ো সমাজের প্রতিষ্ঠিত মহিলা কবি অঞ্জলী বসুমাতারী (অন্‌জু), বোড়ো সাহিত্যে প্রথম আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক ড. মঙ্গল সিং হাজোয়ারী, বোড়ো সংস্কৃতি বিশেযজ্ঞ ড. কামেশ্বর ব্রহ্ম প্রমুখ। এছাড়াও বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন কোকরাঝাড় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডিমাসা মুসাহারি, বসন্ত বসুমাতারী, হেমন্তকুমার দাস প্রমুখ।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিখিলেশদা (ড. নিখিলেশ রায়) এবং রেজাউলদা (ড. মীর রেজাউল করিম) গবেষণাকর্মকে সম্পূর্ণ করার জন্য সর্বদা সস্নেহে তাগাদা দিয়েছেন। তাঁদের প্রেরণা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কোকরাঝাড় কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রী তপনকুমার দাস যেভাবে বিভিন্ন বই দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন ড. দুলাল চৌধুরী, ড. বিমলেন্দু মজুমদার, ড. রেবতীমোহন সরকার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক ড. রঞ্জিৎকুমার মিত্র প্রমুখ। তাঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল।

রাজা রামমোহনপুর
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
তারিখ: ২৯.০৮.০৬

দীপক কুমার রায়
দীপককুমার রায়